পুনর্মুদ্রন ২২ মে ২০১৯

১৫ই মার্চ ২০১৯ তারিখে খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশন অফ ইনক্যুয়ারি আদেশ ২০১৯

(এলআই ২০১৯/৭২)

বিঃদ্রঃ

ল্যাজিসল্যাশন অ্যাক্ট ২০১২ এর ২য় অংশের খন্ডিতাংশ ২ দ্বারা অনুমোদিত পরিবর্তনগুলি এই আইনগত নথিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

এই পুনর্মুদ্রণের শেষে ৪নং সংযোজনে সংশোধনীগুলির একটি তালিকা দেয়া হয়েছে।

এই আদেশটি ডিপার্টম্যান্ট অফ ইন্টারনাল এফেয়ার্স দ্বারা প্রচারিত।

মহান ঈশ্বরের কৃপায় নিউজিল্যান্ড এবং তাঁর শাসনাধীন অন্যান্য ভূমি ও দেশের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, কমনওয়েলথের প্রধান, বিশ্বাসের রক্ষক:

যাঁদের উদ্দ্যেশ্যে -

মাননীয় স্যার উইলিয়াম গিলো গিবস অস্টিন ইয়াং, কেএনজেডএম:

জ্যাকুলিন এমা কেইন, পরিচালক—বিশেষ প্রকল্পসমূহ, তে রানঙ্গা ও এনগাই তহু (Te Rūnanga o Ngāi Tahu) এবং চিলিতে নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত:

(আপনাদের প্রতি) সম্ভাষণ!

আমরা, এই কমিশন গঠনের মাধ্যমে, ১৫ই মার্চ ২০১৯ এ খ্রাইস্টচার্চে অবস্থিত মসজিদগুলিতে আক্রমণ তদন্তে রয়্যাল কমিশনের প্রতিষ্ঠা করলাম।

কাউন্সিলের এই আদেশ দ্বারা আমাদের কমিশন গঠিত হয়—

(ক) ১৯৮৩ সালের ২৮* শে অক্টোবর তারিখে মহিমান্বিতা রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মহোদয়ার অনুমোদিত লিখিত পত্রের দ্বারা নিউজিল্যান্ডের গভর্নর-জেনারেলের অফিস গঠিত;

(খ) ইনক্যুয়ারি অ্যাক্ট ২০১৩ এর ধারা ৬ অনুযায়ী যা উক্ত আইনের বিধান সাপেক্ষে; এবং

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের পরামর্শ এবং সম্মতিতে

* এসআর ১৯৮৩/২২৫

প্রস্তাবনা: ১৫ই মার্চ ২০১৯ -এ খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি সংশোধনী আদেশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫)-এর ধারা ৪ এর মাধ্যমে ২২ মে ২০১৯ -এ সংশোধন করা হয়েছে।

আদেশ

১ শিরোনাম

আদেশটি ১৫ই মার্চ ২০১৯ তারিখে খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি আদেশ ২০১৯ নামে পরিচিত।

২ প্রবর্তন

গেজেটে প্রজ্ঞাপনের তারিখের দিন থেকে এই আদেশ কার্যকর হয়।

৩ ব্যাখ্যা

এই আদেশে,—

তদন্ত দ্বারা ১৫ই মার্চ ২০১৯ তারিখে খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণের বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্তে রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বোঝায়।

সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি দ্বারা নিউজিল্যান্ড সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, গভারনমেন্ট কমিউনিকেশন্স সিকিউরিটি ব্যুরো, নিউজিল্যান্ড পুলিশ, নিউজিল্যান্ড কাস্টমস সার্ভিস, ইমিগ্রেশন নিউজিল্যান্ড এবং অন্য যে কোনও এজেন্সি যার কার্য বা আচরণ তদন্তের দৃষ্টিতে অনুসন্ধানের যাচাইকৃত শর্তাদি পূরণ করার জন্য বিবেচ্য।

৪ রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি প্রতিষ্ঠা

১৫ ই মার্চ ২০১৯ তারিখে খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫ জনগুরুত্বসম্পন্ন যে বিষয়ে তদন্ত

জনগুরুত্বসম্পন্ন যে বিষয়টি যাচাইয়ে তদন্ত পরিচালিত হয়েছে—

(ক) ১৫ ই মার্চ, ২০১৯ এ খ্রাইস্টচার্চে অবস্থিত আল-নূর মসজিদ এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টারে হামলার ঘটনায় যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে আক্রমণের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি কতটুকু জানত; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি প্রাপ্ত তথ্যের (যদি থাকে) ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নিয়েছিল; এবং

(গ) আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি আর অধিক কোনও ব্যবস্থা নিতে পারত কিনা; এবং

(ঘ) ভবিষ্যতে এই ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি দ্বারা আর অতিরিক্ত কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬ কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ

(১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কমিটির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়:

(ক) সম্মানিত স্যার উইলিয়াম গিলো গিবস অস্টিন ইয়াং, কেএনজেডএম:

(খ) জ্যাকুলিন এমা কেইন।

(২) কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে মাননীয় স্যার উইলিয়াম গিলো গিবস অস্টেন ইয়াং, কেএনজেডএম দ্বায়িত্ব পালন করবেন।

১৫ই মার্চ ২০১৯ সংশোধনী আদেশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫) ধারা ৬ ২২শে মে ২০১৯ তারিখে খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন ইনকোয়ারির ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৭ কমিটি কর্তৃক প্রমানাদি যাচাই শুরু করার তারিখ

কমিটি ১৩ই মে ২০১৯ তারিখ হতে তদন্ত কাজে প্রমাণাদি যাচাই শুরু করতে পারেন।

৮ রেফারেন্সের শর্তাদি

তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্স শর্তাবলী তফসিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৯ সংশ্লিষ্ট বিভাগ

ইনক্যুয়ারি অ্যাক্ট ২০১৩ এর ধারা ৪ অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক অধিদফতর তদন্তের জন্য **সংশ্লিষ্ট বিভাগ** হিসেবে প্রশাসনিক বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

তফসিল

রেফারেন্সের শর্তাবলী

সিএল ৮

১ পটভূমি

(১) ১৫ ই মার্চ, ২০১৯ এ একজন দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি খ্রাইস্টচার্চে অবস্থিত আল-নূর মসজিদ এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টারে আক্রমণ করে যখন সেখানে ধর্মপ্রিয় ব্যক্তিগণ নামাজরত ছিলেন। (উক্ত ঘটনায়) সর্বমোট ৫১জন ব্যক্তি প্রান হারান এবং আরও ৫০ জনের অধিক আহত হন, কেউ কেউ গুরুতর ভাবে। (ইতিমধ্যে) আক্রমণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সে বিচারাধীন।

(২) সরকার ঘটনাটি অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়্যাল কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছে যা আক্রমণের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি কতটুকু জানত, কোন প্রকার তথ্যপ্রাপ্তির সাপেক্ষে তারা কী কী ব্যবস্থা গ্রহন করেছিল, কী করা উচিত ছিলো বা ভবিষ্যতে আক্রমণ প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে তা খতিয়ে দেখবে।

(৩) অনুসন্ধান কমিটি জরুরীভাবে উক্ত বিষয়গুলি চিহ্নিত করে সরকারের কাছে একটি স্বাধীন ও দিক নির্দেশনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে নিউজিল্যান্ডের মুসলিম সম্প্রদায়সহ সর্বস্তরের জনগন তাঁদের নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি সঠিক ভাবে কাজ করছে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারে।

(৪) সরকার এই বিষয়গুলি অনুসন্ধানে নিউজিল্যান্ডের মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশগ্রহন প্রত্যাশা করে।

(৫) মাননীয় সরকার এই মর্মে আশ্বস্ত হয়েছে এবং একই সাথে আশা করে যে সংশ্লিষ্ট সকল রাজ্য সংস্থা, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুসন্ধান কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে তদন্তাধীন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই ও প্রতিবেদন তৈরিতে তাঁদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করতে সচেষ্ট থাকবেন।

১৫ই মার্চ ২০১৯ সংশোধনী আদেশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫) তফসিল ধারা ১ (১): খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন ইনকোয়ারির তদন্তের দফা ৬(১) দ্বারা ২২শে মে ২০১৯ তারিখে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

২ তদন্তের উদ্দেশ্য এবং জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়

জনগুরুত্বসম্পন্ন যে বিষয়ে তদন্ত কার্য পরিচালনা করা হয়েছে –

(ক) ১৫ ই মার্চ, ২০১৯ খ্রাইস্টচার্চে অবস্থিত আল-নূর মসজিদ এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টারে হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তির আক্রমণের প্রাক্কালে কার্যাবলী সম্পর্কে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলি কতটুকু জানত; এবং

(খ) দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলি কোন প্রকার তথ্যপ্রাপ্তির (যদি থাকে) সাপেক্ষে কী কী ব্যবস্থা গ্রহন করেছিল; এবং

(গ) আক্রমণটি প্রতিহতের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলি কোনও অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারতো কি না; এবং

(ঘ) ভবিষ্যতে এই ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি দ্বারা আর অতিরিক্ত কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩ তদন্তের পরিধি

লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কমিটির অবশ্যই খুঁজে দেখা উচিত—

(ক) আক্রমণের আগে দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তির কার্যক্রম, যথা —

(i) অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানকালে তার কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিক তথ্য; এবং

(ii) নিউজিল্যান্ডে তার আগমন ও অবস্থান; এবং

(iii) তার নিউজিল্যান্ডের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য; এবং

(iv) কীভাবে সে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল; এবং

(v) তার সামাজিক যোগাযোগসহ অন্যান্য অনলাইন মিডিয়া ব্যবহার; এবং

(vi) তার নিউজিল্যান্ডের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ; এবং

(খ) আক্রমণের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি কতটুকু জানত, কোন প্রকার তথ্যপ্রাপ্তির (যদি বা) সাপেক্ষে তাঁরা কী কী ব্যবস্থা গ্রহন করেছিল, আক্রমণটি প্রতিহতের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলি অতিরিক্ত আর কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারতো; এবং

(গ) আক্রমণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ বা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বা তথ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলিতে আইনগত বা অন্য কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল কি না; এবং

(ঘ) আক্রমণের আগে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলিতে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধী জনবলের মনোযোগ প্রদানে এবং অগ্রাধিকার নির্নয়ে ঘাটতি ছিল কি না।

৪ তদন্তে যে বিষয়গুলির উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে

কমিটি অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে তার প্রতিবেদন প্রদান করবেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলিতে হামলা সম্পর্কে কোনও তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল বা (তাঁদের পক্ষে) অন্য কোনওভাবে তথ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল কিনা যা তাদের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারত বা করা উচিত ছিল এবং, যদি এই জাতীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে বা অন্য কোনওভাবে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে থাকে, তবে সংস্থাগুলি এই জাতীয় তথ্যের ব্যাপারে সাড়া প্রদান করেছিল কিনা, এবং তা যথাযথ ছিল কি না; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বা তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও ব্যর্থতা ছিল কিনা; এবং

(গ) সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জনবলের যথাযথ মনোযোগের অভাবে বা অন্য কোন উগ্রপন্থার হুমকিকে অগ্রাধিকার প্রদানের কারণে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলি আক্রমণটির পূর্বাভাস দিতে বা হামলার পরিকল্পনা নস্যাত করতে ব্যর্থ হয়েছে কিনা; এবং

(ঘ) মান অনুযায়ী সাড়া প্রদানে বা অন্য কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলির সার্বিক বা আংশিক ব্যর্থতা ছিল কিনা; এবং

(ঙ) একটি পরিপূর্ন প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে তদন্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়

৫ তদন্তে যে বিষয়গুলির ব্যাপারে সুপারিশ জানতে চাওয়া হয়েছে

(১) কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে উপযুক্ত যে কোন সুপারিশ প্রদান করবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলি দ্বারা তথ্য সংগ্রহ, আদান-প্রদান এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে কিনা যা এ ধরনের আক্রমন ঠেকাতে পারত বা ভবিষ্যতে এই ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে তথ্যের প্রকাশ, আদান-প্রদান অথবা মিলিয়ে দেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা, পর্যাপ্ততা, কার্যকারিতা এবং সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়; এবং

(খ) ভবিষ্যতে এই ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য, সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাগুলির কার্যপদ্ধতি বা অপারেশন পদ্ধতিগুলির উন্নতিকল্পে কী কী পরিবর্তনের (যদি থাকে) প্রয়োগ ঘটানো উচিত; এবং

(গ) একটি পরিপূর্ন প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে উক্ত বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য যে কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়।

(২) সন্দেহ এড়াতে সুপারিশগুলি আইন সম্পর্কিত (তবে আইনটিকে আগ্নেয়াস্ত্র আইন নয়), নীতি, বিধি, মানদণ্ড বা রেফারেন্সের শর্তগুলির সাথে সম্পর্কিত প্রচলিত ধারানুযায়ী গণতান্ত্রিক সমাজের বহুল স্বীকৃত মূল্যবোধগুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে।

৬ অনুসন্ধান কমিটির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

(১) অনুসন্ধান আইন ২০১৩ এর ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারে তদন্তে কোনও ব্যক্তির নাগরিক, অপরাধমূলক বা শৃঙ্খলাবদ্ধ দায়বদ্ধতা নির্ধারণের এখতিয়ার নেই তবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের স্বার্থে দায় বা সুপারিশের সন্ধান করতে অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

(২) তদন্তে অবশ্যই হামলার সাথে সম্পর্কিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া, বা হতে পারে এমন কোনও ব্যক্তির দোষ বা নির্দোষতা সম্পর্কে তদন্ত করা হবে না।

(৩) তদন্তের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত অনুসন্ধান, নির্নয় বা প্রতিবেদন প্রদান করা উচিত নয়:

(ক) আগ্নেয়াস্ত্র আইন সংক্রান্ত সংশোধনী (কারণ সরকার পৃথকভাবে এই বিষয়টি অনুসরণ করছে)

(খ) রাজ্য সংস্থাগুলির ব্যতিরেকে অন্য কোন সত্তা বা সংস্থার কার্যকলাপ যেমন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম

(গ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলি ১৫ই মার্চ ২০১৯-এ আক্রমণটি শুরু করার পরে কীভাবে সাড়া প্রদান করেছিল।

৭ অনুসন্ধান অন্যান্য তদন্ত বা পর্যালোচনা বিবেচনা করতে পারে

তদন্তটি অন্য কোনও তদন্তের ফলাফল বা তার রেফারেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কিত বিষয়গুলির পর্যালোচনা বা বিবেচনা করতে পারে তবে এ জাতীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ মানতে কোনওভাবে বাধ্য নয়।

৮ কমিটি অন্যান্য সত্তা বা ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে পারে

(১) অনুসন্ধান কমিটি গোয়েন্দা ও সুরক্ষা মহাপরিদর্শক সহ অন্যান্য সত্তা বা ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে পারে, যদি সে বিবেচনা করে যে পরামর্শটি তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

(২) সরকার প্রত্যাশা করে যে অনুসন্ধান কমিটি নিউজিল্যান্ডের মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ করবে এবং প্রয়োজনমতো তাঁদের সাথে শলা পরামর্শ করবে যাতে কমিটি সুষ্ঠুভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৯ তদন্ত পরিচালনা

আশা করা যায় তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমিটি সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করবে —

(ক) সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী; এবং

(খ) মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যগণ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ

১০ তদন্তের মূলনীতি

(১) এই রেফারেন্সের শর্তাবলী অনুসারে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কার্যকরভাবে প্রতিবেদন করার প্রয়োজনে তদন্ত কমিটিকে ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন এবং প্রতিবেদন প্রকাশ এমনভাবে করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে উক্ত কর্মপদ্ধতি বা প্রতিবেদন, বা এর কিয়দংশ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী (আক্রমণটির সাথে সম্পর্কিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি সহ) কর্তৃক বেআইনি কাজ বা জনস্বার্থে হানিকর হওয়ার সম্ভাবনা নিম্নতম হয়।

(২) কমিটি যে বিষয়গুলি তদন্তের জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত সেগুলি সরাসরি গোয়েন্দা ও সুরক্ষা সংস্থাগুলি সহ প্রাসঙ্গিক রাজ্য সংস্থাগুলির দৈনন্দিন কাজের সাথে সম্পর্কিত বিধায় জনস্বার্থে গোপনীয় রাখতে হবে যাতে জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়, নিউজিল্যান্ড সরকারের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানো সম্ভবপর হয় এবং আস্থার ভিত্তিতে ও আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নিউজিল্যান্ড সরকারের নিকট রক্ষিত তথ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

(৩) তদনুসারে, কমিটিকে অবশ্যই, প্রয়োজন মনে হলে এরূপ গোপনীয়তা রক্ষায় তদন্ত বা এর কোনও অংশের কার্যক্রম ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিচালিত করতে হবে। এরূপ পদক্ষেপ প্রয়োজন মনে করলে কমিটি অবশ্যই তথ্যের (প্রমাণ, দাখিল, বিধি, শ্রবণ প্রতিলিপি, এবং সাক্ষী বা অন্যান্য ব্যক্তির পরিচয় সহ) প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রন করতে বাধ্য থাকবে —

(ক) এই জন্য যেন —

(i) নিউজিল্যান্ডের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা স্বার্থ বা নিউজিল্যান্ড সরকারের আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি রক্ষা পায়;

(ii) অন্য কোনও দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থার আস্থার ভিত্তিতে নিউজিল্যান্ডকে সরবরাহ করা তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়;

(iii) সাক্ষী বা অন্যান্য ব্যক্তির পরিচয় গোপনীয় থাকে;

(iv) অপরাধ প্রতিহত, তদন্ত এবং সনাক্তকরণ সহ আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় এর ব্যত্যয় এড়ানো সম্ভব হয়;

(v) ব্যক্তির মুক্ত ও ন্যায় বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা যায়;

(vi) বর্তমান বা ভবিষ্যত ফৌজদারি, নাগরিক, শৃঙ্খলা বা অন্যান্য কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘিত না হয় সেটি নিশ্চিত করা যায়; অথবা

(খ) অন্য কোনও কারণ যা কমিটি যথাযথ মনে করে।

(৪) তদন্ত প্রতিবেদনে সংবেদনশীল তথ্য অবশ্যই প্রকাশ করবে না (যেমনটি ইন্টিলিজ্যান্স এন্ড সিকিউরিটি আইন ২০১৭ এর ২০২ ধারায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে)।

১৫ই মার্চ ২০১৯ সংশোধনী আদেশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫) এর তফসিল ধারা ১০(৪): খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন ইনকোয়ারির তদন্তের ধারা ৬(২) দ্বারা ২২শে মে ২০১৯ তারিখে সংশোধন করা হয়েছে।

১১ প্রতিবেদন

(১) কমিটি তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুপারিশ সহ প্রতিবেদনটি গভর্নর-জেনারেলের কাছে লিখিতভাবে ১০ই ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য থাকবে।

(২) জননিরাপত্তা সুরক্ষায় কোন পদক্ষেপ জরুরী ভাবে গ্রহনের প্রয়োজন হলে নিযুক্ত কমিটি অনতি বিলম্বে সিদ্ধান্ত নিবে কোন অন্তর্বর্তিকালীন সুপারিশমালা গভর্নর-জেনারেল মহোদয়ের সুবিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে কিনা এবং এরূপ প্রয়োজনে প্রস্তুত সাপেক্ষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বেই যে কোন সময় অন্তর্বর্তিকালীন সুপারিশমালা গভর্নর-জেনারেল মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হল।

(৩) চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের আগে, অবশ্যই তদন্তের ফলাফলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্থাপিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে —

(ক) ইন্টিলিজ্যান্স এন্ড সিকিউরিটি আইন ২০১৭ এর ১৯২ ধারায় উল্লিখিত ইন্টিলিজ্যান্স এন্ড সিকিউরিটি কমিটির কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বাধ্য থাকবে; অথবা

(খ) গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও উদ্ঘাটন, বা তথ্যের উত্স সম্পর্কিত বা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় যে কোনও সংবেদনশীল বিষয় উত্থাপিত হলে তা সহ এটি ইন্টিলিজ্যান্স এন্ড সিকিউরিটি এজেন্সিগুলির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে বা ইন্টিলিজ্যান্স এন্ড সিকিউরিটির মহাপরিদর্শকের নিকট অথবা উভয়ের নিকট রিপোর্ট করতে হবে; এবং

এরূপ ক্ষেত্রে, তদনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

অদ্য ৮ই এপ্রিল ২০১৯ সনে আমাদের কমিশন কর্তৃক ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের সীলমোহরকৃত আদেশনামাটি জারি হল।

আমাদের বিশ্বস্ত এবং প্রিয়পাত্র, মাননীয় নিউজিল্যান্ড অর্ডার অফ মেরিটের প্রিন্সিপাল এবং প্রিন্সিপাল ড্যাম গ্র্যান্ড কম্পেনিয়ান, আমাদের সার্ভিস অর্ডারের প্রধান সহকারী, গভর্নর-জেনারেল ও সর্বাধিনায়ক এবং আমাদের সকলের প্রিয় নিউজিল্যান্ড.

প্যাটসি রেড্ডি,
গভর্নর জেনারেল.

মহামান্য আদেশের মাধ্যমে,
জ্যাসিন্দা আহডার্ন
প্রধানমন্ত্রী.
কাউন্সিলে অনুমোদিত,
মাইকেল ওয়েবস্টার,
কার্যনির্বাহী পরিষদের করণিক।

ল্যাজিসল্যাশন অ্যাক্ট ২০১২ এর অধীনে জারিকৃত

গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ৮ই এপ্রিল ২০১৯।

পুনর্মুদ্রিত নথি

১ সাধারন তথ্য

এটি ১৫ই মার্চ ২০১৯ আদেশ ২০১৯ তারিখে খ্রাইস্টচার্চের মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারির পুনর্মুদ্রন যাতে সর্বশেষ সংশোধনীর তারিখ হতে উক্ত আদেশের সকল সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত।

২ আইনগত দিক

পুনর্মুদ্রনসমূহ মূল আইনটি দ্বারা প্রণীত আইন এবং তার যে কোনও সংশোধনী দ্বারা পুনর্মুদ্রণের তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য করা হয় । ল্যাজিসল্যাশন অ্যাক্ট ২০১২ এর অনুচ্ছেদ ১৮ এই মর্মে বিধান জারি করে যে বৈদ্যুতিক আকারে প্রকাশিত এই পুনর্মুদ্রনটি উক্ত আইনের অনুচ্ছেদ ১৭ অনুযায়ী আইনগত স্বীকৃতি লাভ করবে। এই আইনগত ভাবে স্বীকৃত বৈদ্যুতিক সংস্করণ থেকে সরাসরি পুনর্মুদ্রিত সংস্করণটিরও আইনগত স্বীকৃতি থাকবে।

৩ সম্পাদকীয় এবং বিন্যাসগত পরিবর্তন

ল্যাজিসল্যাশন অ্যাক্ট ২০১২ এর ২৪ থেকে ২৬ ধারার অধীনে সম্পাদকীয় এবং বিন্যাসগত পরিবর্তনসমূহ অনুমোদিত। আরও তথ্যের জন্য দেখুন http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/.

৪ এই পুনর্মুদ্রণে অন্তর্ভুক্ত সংশোধনীসমূহ

রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি ১৫ই মার্চ ২০১৯ তারিখে খ্রাইস্টচার্চে মসজিদগুলিতে আক্রমণ সম্পর্কিত সংশোধনী আদেশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫)